দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 [illegible]P 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

6

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা-১

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা হার লক্ষ্য অর্জিত হবে না

॥ সাইফুল আলম ॥

স্বাধীনতা উত্তর সময়ে ('৭২-৮৫) বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপাত শতকরা ৬৯ থেকে কমে ৬০-এ দাঁড়িয়েছে। উল্লেখিত সময়ে স্কুল বয়েসীদের সংখ্যা বেড়েছে ৪০ শতাংশ অপরদিকে স্কুলগামীদেরে সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ২২ শতাংশ। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, '৭২ থেকে '৭৪ সাল পর্যন্ত দেশে স্কুল বয়েসী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫ লাখ ৯৬ হাজার এবং স্কুলগামীর সংখ্যা ছিল ৭৩ লাখ ২০ হাজার অর্থাৎ স্কুল বয়েসী ছেলেমেয়ের শতকরা ৬৯ দশমিক ১ জন স্কুলে যেত। পক্ষান্তরে '৮৫ সালে স্কুল বয়েসী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৪৮ লাখ ৩২ হাজার এবং স্কুলগামীর

শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

প্রাথমিক শিক্ষা-১

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংখ্যা ছিল ৮৯ লাখ ২০ হাজার অর্থাৎ স্কুল বয়েসী ছেলেমেয়ের শতকরা ৬০ দশমিক ১ জন স্কুলে যায়।

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষায় প্রকাশিত কাজী জাহিদ হোসেনের এক গবেষণায় দেখা যায়, '৮০ থেকে '৮৪ সালে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধি হার '৭৫ থেকে '৭৯ সালের তুলনায় মন্থর।

বিষয়টির প্রতি জনৈক শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, যদি মন্থরতার এই প্রবণতা অপরিবর্তীত থাকে তবে ভবিষ্যতে স্কুলগামী স্কুল বয়েসী ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত আরও হ্রাস পাবে।

সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন, বস্তুতঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক স্কুল বয়েসী ছেলেমেয়েদের শতকরা ৭০ জনকে ১৯৯০ সালের মধ্যে স্কুলে নেয়ার কথা বলা হলেও উল্লেখিত সময়ের মধ্যে এমনকি এর পরেও এই অবস্থার উন্নতি হবে বলে আশা করা যায় না।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই অবস্থায় বাংলাদেশে পূর্ণ নিরক্ষরের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ বৃদ্ধির সংখ্যা বছরে প্রায় ৭০ লাখের মত। (চলবে)